রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলির ফেসবুক পোস্ট 05/12/2013

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার ভোটপর্ব মিটেছে। এখন ফলাফলের জন্য প্রহর গোনা শুরু। বুথ ফেরত সমীক্ষায় যে গতিপ্রকৃতি তাতে জনগণের রায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলাফল কি হতে পারে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় বুথ ফেরত সমীক্ষার গতিপ্রকৃতি থেকে। সমভাবনা থেকে যায় ভুল হওয়ারও। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ফলাফলের গতিপ্রকৃতি সমপর্কে একটা দিকনির্দেশ অবশ্যই করে বুথ ফেরত সমীক্ষা। এই সমীক্ষার গতিপ্রকৃতি দেখে সমপূর্ণ ভেঙে পড়েছে কংগ্রেস। শেষদফায় দিল্লি বিধানসভার ভোটে কার্যত পথেই নামেননি কংগ্রেস নেতৃত্ব। মোটের উপর একা লড়াই করেছেন শীলা দীক্ষিত। গতকাল বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে আলোচনায় যোগ না দিয়ে দৃষ্টি আকর্শন করলেন কংগ্রেসের নেতারা। ভেবে অবাক হচ্ছি বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলেই যদি এতটা ভেঙে পড়ে কংগ্রেস তবে আসল ফলাফলের সময় তারা কি করবে ?

রাজনীতির ক্যালেন্ডারে শেষদিন বলে কিছু হয়না। এটা একটা চলমান ক্যালেন্ডার। যদি তুমি চেষ্টা না থামাও তুমি কখনও হারবেনা। কিন্তু চেষ্টাই থামিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। দিল্লির ভোটেই তার প্রমাণ মিলেছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দিল্লির ভোটে সামনেই আসেননি। কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি করেছে, তারউপর দুর্নীতির পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ, নীতি প্রণয়নে স্থবিরতা, যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে কংগ্রেস কর্মীরাও দিশেহারা। কংগ্রেস এই বাস্তবে সাড়া না দিলে কখনই সঠিক পথ পাবেনা। রাজনীতিতে একটা পরিবারের ক্যরিশ্মা কখনই দীর্ঘকাল টেনে নিয়ে যেতে পারেনা। একটা রাজনৈতিক দল যখন শুধুমাত্র একটা পরিবারকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়, তখন সেই রাজনৈতিক দলের শক্তি সেই পরিবারের সামর্থেরই সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই দলটাই একটা রাজবংশকেন্দ্রিক দলে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে সেই রাজ পরিবার যদি কিছু দিতে না পারে তবে দলের ব্যর্থতাও অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আমি অপেক্ষা করছি ৮ই ডিসেম্বর ফলাফল প্রকাশের পর কংগ্রেস নেতৃত্বের কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্য। এই দলটাকে খুব কাছ থেকে দেখে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে এরপরেও সঠিক প্রশ্নটা তুলবেনা এরা। সঠিক প্রশ্ন না তুললে সঠিক জবাবটাও এরা পাবেনা। কংগ্রেসের চিরাচরিত ভাবনা বিবেচনায় রেখে আমি অবাক হবনা যদি তারা এভাবেই সমস্যাটার সমাধান করে যে," এই পরিবারের একজন সদস্য ব্যর্থ হয়েছে, এবার অন্য আরেকজন সদস্যকে দিয়ে চেষ্টা করি।"